মেহেরপুরে জিয়া খাল খনন উদ্বোধন উপলক্ষে বিএনপির আলোচনা সভা

মেহেরপুর সদর উপজেলার বলিয়ারপুর গ্রামে জিয়া খাল খননের উদ্বোধন এবং আসন্ন পহেলা বৈশাখ উদযাপন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার সন্ধ্যায় জেলা বিএনপির কার্যালয়ে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ।

২ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি শামসুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন আব্দুস সালাম, সাংগঠনিক সম্পাদক এনামুল হক, যুগ্ম সম্পাদক নবীনা মল্লিকসহ স্থানীয় বিএনপি নেতাকর্মীরা।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ওয়ার্ড বিএনপির সদস্য আলাল মালিথা, খোকনসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

বক্তারা জিয়া খাল খনন কার্যক্রমের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, এ উদ্যোগ এলাকার কৃষি উন্নয়ন ও পানি নিষ্কাশনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। পাশাপাশি পহেলা বৈশাখ উদযাপনের মাধ্যমে বাঙালির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ধরে রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

মেহেরপুরে জিয়ার খাল খনন

উদ্বোধন ও বাংলা নববর্ষ উদযাপন নিয়ে র প্রস্তুতি সভা

মেহেরপুর জেলা বিএনপির উদ্যোগে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী শহীদউদ্দিন চৌধুরী এ্যানীর জিয়ার খাল খনন উদ্বোধন এবং বাংলা নববর্ষ উদযাপন উপলক্ষে প্রস্তুতি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বিকেলে জেলা বিএনপি কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা বিএনপির সভাপতি ও জেলা পরিষদের প্রশাসক জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান। এছাড়াও সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ ও সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম, পৌর বিএনপির সভাপতি আব্দুল লতিফ ও সাধারণ সম্পাদক ইহান উদ্দিন মনা, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলামসহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

সভায় খাল খনন উদ্বোধন অনুষ্ঠান সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য বিস্তারিত প্রস্তুতি আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি বাংলা নববর্ষ উদযাপনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বক্তারা উভয় অনুষ্ঠান সফল করতে সকল নেতাকর্মীকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

মেহেরপুর জেলা যুবদলের সহ-সাধারণ সম্পাদক ডিক্লিয়ার বহিষ্কার

দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ এবং দলের নীতি, আদর্শ ও সংহতির পরিপন্থী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে মেহেরপুর জেলা যুবদলের সহ-সাধারণ

সম্পাদক মো. হুজাইফাকে (ডিক্লিয়ার) প্রাথমিক সদস্যপদসহ দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদল কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভাপতি আবদুল মোনায়েম মুন্না এবং সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম নয়ন এমপি এ সিদ্ধান্ত কার্যকর করেছেন বলে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও উল্লেখ করা হয়, বহিষ্কৃত এই নেতার কোনো ধরনের অপকর্মের দায়-দায়িত্ব দল বহন করবে না। একই সঙ্গে যুবদলের সকল পর্যায়ের নেতাকর্মীদের তাকে সঙ্গে কোনো সাংগঠনিক সম্পর্ক না রাখার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

জুলাই সনদ কীভাবে কার্যকর হবে, তা সনদের মধ্যেই উল্লেখ আছে

“জুলাই সনদ কীভাবে কার্যকর হবে, তা সনদের মধ্যেই উল্লেখ আছে” এ মন্তব্য করেছেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী অ্যাডভোকেট মো. আসাদুজ্জামান।

তিনি বলেন, জুলাই সনদ নিজেই স্বতন্ত্র, স্বকীয় ও কার্যকর। এর বাস্তবায়নের সঙ্গে গণভোটের কোনো সম্পর্ক নেই। বর্তমান সংসদই জুলাই সনদ কার্যকর করতে পারবে। তাই সনদ বাস্তবায়ন গণভোটের ওপর নির্ভরশীল নয় এ বিষয়টি সংসদে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে।

শনিবার (৪ এপ্রিল) দুপুরে ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার ধাওড়া গ্রামে খাল খনন কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

আইনমন্ত্রী বলেন, বিএনপি জুলাই সনদকে হৃদয়ে ও চেতনায় ধারণ করে। ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার রক্তের অক্ষরে এই সনদ লেখা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, জুলাই সনদে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে সংবিধান

সংশোধনের মাধ্যমে এটি বাস্তবায়ন করতে হবে। তাই যারা বলছেন, গণভোট বাতিল হলে জুলাই সনদ বাতিল হবে, তা বিভ্রান্তিকর ও মিথ্যা তথ্য।

বিরোধী দলকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, “জুলাই গণভোট অধ্যাদেশও রাষ্ট্রপতি স্বাক্ষরিত। অথচ তারা রাষ্ট্রপতির ভাষণের সময় বয়কট করেছেন, আবার সেই ভাষণ নিয়ে আলোচনা করতে চান। এটি দ্বিচারিতা।”

আইনমন্ত্রী বলেন, জুলাই সনদের ২২ নম্বর ধারায় উল্লেখ রয়েছে সনদ স্বাক্ষরের পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনে স্বাক্ষরকারী দলগুলোকে কমপক্ষে ৫ শতাংশ নারী প্রার্থী মনোনয়ন দিতে হবে। বিএনপি এ ক্ষেত্রে প্রায় ৫ শতাংশ নারী প্রার্থী দিয়েছে, যদিও পুরোপুরি তা অর্জন করতে পারেনি।

জ্বালানি তেলের সংকট প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এক শ্রেণির মানুষ কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করতে তেল মজুদ করছে। সরকার এতদিন নমনীয় অবস্থানে থাকলেও প্রয়োজনে ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে, যার সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

তিনি প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে কঠোর হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, “অস্থিতিশীলতা রোধে সকলে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবেন।”

জেলা প্রশাসক মো. আব্দুল্লাহ আল মাসউদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের প্রশাসক অ্যাডভোকেট এম এ মজিদ, জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সেলিম রেজা, পুলিশ সুপার মাহফুজ আফজাল, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জাহিদুজ্জামান মনা, শৈলকুপা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মাহফুজুর রহমানসহ জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা।

এ ছাড়া জেলা ও উপজেলা বিএনপির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গার গোপীবল্লভপুর গ্রামের যুবলীগ নেতা টুটুল আর নেই

আলমডাঙ্গা উপজেলার গোপীবল্লভপুর গ্রামের টুটুল হোসেন আর নেই। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫৪ বছর। তিনি দীর্ঘদিন ধরে হৃদরোগে আক্রান্ত ছিলেন।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার কুমারী ইউনিয়নের গোপীবল্লভপুর গ্রামের সাবেক ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক প্রয়াত গোপাল দফাদারের ছেলে টুটুল হোসেন আওয়ামী যুবলীগের একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন।

তিনি আজ ২৯ মার্চ রোববার সন্ধ্যায় স্ট্রোকজনিত কারণে মৃত্যুবরণ করেন।

আগামীকাল ৩০ মার্চ সোমবার বেলা ১২টায় গ্রামের কবরস্থানে নামাজে জানাজা শেষে তার দাফন সম্পন্ন হবে বলে পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে।

মুজিবনগরে মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র্যালি ও আলোচনা সভা

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরের মুজিবনগরে উপজেলা বিএনপির আয়োজনে র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রোববার বিকেলে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে উপজেলার কেদারগঞ্জ বাজারে অবস্থিত উপজেলা বিএনপির কার্যালয় থেকে জেলা বিএনপির সভাপতি ও জেলা পরিষদের প্রশাসক আলহাজ জাবেদ মাসুদ

মেহেরপুরে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে জেলা বিএনপির শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন

মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা বিএনপির পক্ষ থেকে মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২৬ মার্চ) সকাল ১১টায় জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন ও সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের নেতৃত্বে একটি শোভাযাত্রা বের হয়। শহরের পাথর গেট থেকে শুরু হয়ে প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে শোভাযাত্রাটি শহরের কলেজ মোড়ে অবস্থিত শহীদ স্মৃতিস্তম্ভে পৌঁছায়।

সেখানে দলীয় নেতাকর্মীরা শহীদদের প্রতি পুষ্পস্তবক ও পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন।

প্রথমে জেলা বিএনপি, সদর উপজেলা বিএনপি, পৌর বিএনপি তারপর জেলা মহিলা দলের পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। পরে একে একে বিএনপির সকল অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে জেলা বিএনপির সভাপতি আলহাজ্ব জাভেদ মাসুদ মিল্টন বলেন, “মহান স্বাধীনতা আমাদের জাতির গৌরবের অর্জন। শহীদদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত এই স্বাধীনতার চেতনাকে সমুন্নত রাখতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।”

জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান বলেন, “স্বাধীনতার প্রকৃত চেতনা প্রতিষ্ঠা করতে হলে গণতন্ত্র ও মানুষের অধিকার রক্ষায় সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। শহীদদের স্বপ্ন বাস্তবায়নই আমাদের মূল লক্ষ্য।”

এ সময় উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ,

সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম, পৌর বিএনপির সভাপতি লতিফ বিশ্বাস, সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট ইহান উদ্দিন মনা, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আখেরুজ্জামান, রোমানা আহমেদ, ওমর ফারুক লিটন, জেলা বিএনপির সাবেক সদস্য আলমগীর খান ছাতু, সাবেক সদস্য মীর গোলাম ফারুক, সাবেক পিপি ও জেলা বিএনপির সাবেক আইন বিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট নাসিম, জেলা জাসাসের সদস্য সচিব এ বাকাবিল্লাহসহ অনেকে।

হরিণাকুণ্ডুতে বিএনপির বিক্ষোভ, জামায়াতের সংবাদ সম্মেলন

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার কাপাশহাটিয়া ইউনিয়ন কৃষকদলের নেতা নিহতের ঘটনায় হরিণাকুণ্ডু উপজেলা বিএনপি উদ্যোগে হরিণাকুণ্ডুতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই সমাবেশে উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক তাইজাল হোসেন কাসেম হত্যা সাথে জড়িত জামায়াতের নেতা-কর্মীদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি জানান।

এদিকে কাশেমের মৃত্যুর খবর শুনার সাথে সাথে বুধবার রাতেই জামায়াতের নেতা কর্মীদের দুইটি দোকানসহ অন্তত ০৮/ ১০টি বাড়ি ঘরে হামলা, ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ চালায় বিএনপির কর্মী সমর্থকরা।

এই ঘটনায় বৃহস্পতিবার (২৬ মার্চ) দুপুরে উপজেলা জামায়াতের পক্ষ থেকে এক সংবাদ সম্মেলনেন আয়োজ করে। সংবাদ সম্মেলনে উপজেলা জামায়াতের আমীর বাবুল হোসেন বলেন গত কাল বুধবার ফেসবুকে এক স্ট্যাটাসের মন্তব্য কে কেন্দ্র করে জামায়াত এবং বিএনপির কর্মীদের মধ্যে বাক বিতন্ডার তৈরি হয় এক পর্যায়ে বিএনপি কর্মীরা জামায়াতের কর্মীদের গায়ে হাত দিলে তারা দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে। এই ঘটনার মধ্যে আবুল কাশেম দুর থেকে দড়িয়ে এসে এই ঘটনা ঠেকানোর চেষ্টা করে ব্যার্থ হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং হাসপতালে আনার পথে ষ্ট্রোক জনিত কারণে মৃত্যু বরণ করে। তার গায়ে কোন আঘাতের চিহ্ন

নেই। এই মৃত্যুতে জামায়াত শোক প্রকাশ করেছে। তবে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাতে বিএনপির নেতাকর্মীরা জামায়াতের ৮ নেতা কর্মীর বাড়ি ঘরে হামলা ও ভাংচুরের ঘটনা ঘটায়।

এতে কুল্ল্যাগাছা ভাতুড়িয়া গ্রামের আব্দুল আজিজ তার বড় ভাই মেশাররফ হোসেন, নায়েব আলী, আবুল কালাম আজাদ, মাসুদুর রহমান, মিটুল হোসেন, গোলাম মোস্তফা, মতিয়ার রহমান লিটন ও মাজিজ মন্ডলসহ অনেকের বাড়ি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। এরমধ্যে জামায়াত নেতা মোস্তফা, মিটুল, আজিজ ও মতিয়ার রহমানের বাড়ি, দোকান ও খড়ের গাদায় আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। পরে রাতেই ফায়ার সার্ভিসের দুইটি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রনে আনে।

মতিয়ার রহমান লিটন নামে এক জামায়াত সমর্থক দাবি করেন, বুধবার সংঘর্ষ নিহত হবার পর রাত ১১ টার দিকে তাদের বাড়িঘরে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। অথচ তিনি সংঘর্ষের সময় বাড়িতে ছিলেন না, কিছুই জানেন না।

এদিকে বৃহস্পতিবার দুপুরে নিহতের ছেলে মেহেদি হাসান ১২ জনের নাম উল্লেখ এবং অজ্ঞাত আরও ১৩ জনকে আসামী করে হরিণাকুণ্ডু থানায় হত্যা মামলা দিয়েছে। তবে পুলিশ এ ঘটনায় কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কয়েকদিন আগে ফেসবুকের একটি স্ট্যাটাসের কমেন্ট করাকে কেন্দ্র করে নিহত কৃষকদল নেতা ও তার চাচা নাজের আলী, বিএনপি সমর্থক মন্টু, এনামুল ও সেলিমসহ কয়েকজনের সাথে জামায়াত নেতা রিমন হোসেন ও আব্দুল আজিজের মধ্যে বাকবিতন্ডা হয়।

এ নিয়ে বুধবার (২৫ মার্চ) রাতে ফের তাদের মধ্যে কথা কাটাকাটি ও ধাক্কাধাক্কি হয় এবং এক পর্যায়ে একটি চায়ের দোকানে উভয়পক্ষ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে।

কুল্ল্যাগাছা ভাতুড়িয়া গ্রামের এক প্রত্যক্ষদর্শী এনামুল হক জানান, উভয়পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের একপর্যায়ে আবুল কাসেম মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। পরে তাকে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নেওয়ার পর তিনি মারা যান।

বাহারন নামে ওই গ্রামের এক নারী জানান, কাসেমকে কেউ মারেনি লোকজনের মারামারি দেখে সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে পরে হার্ট এ্যটাকে তার

মৃত্যু হয়েছে। এঘটনায় তাদের বাড়িতে হামলা করে তাদের বাড়িঘর ভাঙচুর করেছে বিএনপির লোকজন।

উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহবায়ক সাইদুর রহমান বিটু জানান, বাজার থেকে বাড়ি ফেরার পথে আবুল কাশেমকে জামায়াত সমর্থিত লোকজন ঐক্যবদ্ধ হয়ে পিটিয়ে হত্যা করেছে। এই ঘটনার সুষ্ঠু বিচার দাবি করেণ। কাপাশহাটিয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শরাফুদ্দৌলা ঝন্টু জানান, তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে একই পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। তবে পরিবারটি বিএনপি জামায়াতে বিভক্ত। রাতে এ ঘটনার জেরে অনেকের বাড়িঘরে হামলা করা হয়েছে। ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাড. এম এ মজিদ বলেন, জামায়াত ফ্যাসিস্ট আ’লীগকে সঙ্গে নিয়ে একের পর এক বিএনপি নেতাকর্মীদের হত্যা করছে। এটা ভালো লক্ষন নয়। এভাবে চলতে থাকলে বিএনপি ঘরে বসে থাকবে না। তিনি এ হত্যার বিচার দাবী করেন।

এ ব্যাপারে হরিণাকুণ্ডু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গোলাম কিবরিয়া হাসান বৃহস্পতিবার দুপুরে জানান,নিহতের ছেলে বাদি হয়ে ১৪জনের নামে মামলা করেছে। রাতেই কুল্ল্যাগাছা ভাতুড়িয়া গ্রামে পুলিশ পাঠানো হয়েছিলো। সঙ্গে সেনাবাহিনীর সদস্যরাও টহলে ছিল। একটা রান্নাঘরে সামান্য একটু আগুন দিয়েছে বড় কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। বর্তমানে ওই এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে। নিহতের মরদেহ ময়নাতদন্ত শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং বৃহস্পতিবার বিকাল ৩.৩০ ঘটিকায় দাফন সম্পন্ন হয়েছে।

মুজিবনগরে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে উপজেলা বিএনপির শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন

মুজিবনগরে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে বাংলাদেশ বিনির্মাণ সকল শহীদদের প্রতি সম্মান জানিয়ে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছেন মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীবৃন্দ।

দিবসটি পালন উপলক্ষে আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৮ টার সময় মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি আমিরুল ইসলামের নেতৃত্বে উপজেলা বিএনপি’ ও এর অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীবৃন্দ র্যালী সহকারে মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্সে অবস্থিত স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তব অর্পণ করে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

এ সময় বাংলাদেশ বিনির্মাণে শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনায় এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক হাজী মশিউর রহমানসহ যুবদল, ছাত্রদল,সেচ্ছাসেবকদল সহ অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীবৃন্দ।

জেলা পরিষদের প্রশাসককে মহিলা নেত্রীদের শুভেচ্ছা

মেহেরপুর জেলা পরিষদের নবনির্বাচিত প্রশাসক ও জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিলটনের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ও সংরক্ষিত মহিলা আসনের সম্ভাব্য এমপি প্রার্থী রোমানা আহমেদ।

সৌজন্য সাক্ষাৎকালে তারা পারস্পরিক কুশল বিনিময় করেন এবং জেলার সার্বিক রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা মহিলা দলের সহ-সভাপতি সাবিহা সুলতানা, পৌর বিএনপির ৪ নম্বর ওয়ার্ডের সভাপতি সালমা খাতুন, ইউনিয়ন বিএনপির মহিলা বিষয়ক সম্পাদক ও মহিলা দলের সদস্য রাকিবা, সাবেক মহিলা কাউন্সিলর ও পৌর ৩ নম্বর ওয়ার্ডের সহ-সভাপতি মনোয়ারা খাতুন, মহিলা দলের সদস্য চায়না খাতুন পপি, ২ নম্বর ওয়ার্ড মহিলা দলের সেক্রেটারি রওশনারা, ১ নম্বর ওয়ার্ডের সাংগঠনিক সম্পাদক পেয়ারা, সাবেক মেম্বার রাকিবা, জ্যোতি, কনা, নাজু, জাকিয়া, চায়না, লায়লা, সুজাতা সেনসহ আরও অনেকে।

সাক্ষাৎ শেষে দলীয় নেতাকর্মীরা আগামী দিনে সাংগঠনিক কার্যক্রম আরও জোরদার করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।